JAN. 14 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

জোট সরকারের প্রথম শতদিনের কার্যক্রম-১০

প্রশাসন সংস্কার কমিটির রিপোর্ট মঙ্গলবারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হচ্ছে

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ সরকারের প্রথম একশ' দিনের কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম উদ্যোগ ছিল প্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন। মঙ্গলবারের মধ্যে প্রশাসন সংস্কার কমিটির রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে। বিগত সরকার প্রশাসনকে দলীয়করণ করে যেভাবে তছনছ করে গেছে, তাতে অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, এই একশ' দিনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রশাসন সংস্কারের ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু জানা গেছে, এ পর্যন্ত প্রশাসন সংস্কার কমিটির একটি মাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর কোন কাজ হয়নি। অত্যন্ত সিনিয়র ও অভিজ্ঞ একজন সাবেক সচিব এনাম আহমদ চৌধুরীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব ও দু'জন সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হচ্ছে যে, দু'টি ক্ষেত্রে বার বার কমিটি গঠন ও রিপোর্ট পেশ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি। এর একটি হচ্ছে শিক্ষানীতি এবং অপরটি প্রশাসন সংস্কার কমিটি। প্রতিটি সরকারই এ দু'টি ব্যাপারে

১৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জোট সরকারের প্রথম শতদিনের কার্যক্রম-১০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু তা সম্পন্ন হয় না। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ ধরনের একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে কোটি কোটি টাকা খরচের পর অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। এ উপলক্ষে কেনা কম্পিউটার এবং অন্যান্য সামগ্রী শেষ পর্যন্ত কমদামে কর্মকর্তারা কিনে নিয়েছে।

লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রতিটি সরকার এই মহৎ উদ্যোগটি গ্রহণ করে পিছিয়ে পড়ে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে। কারণ প্রশাসনে সংস্কার হলে, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নীতিমালা থাকবে। কিন্তু সেটা থাকলে দলীয় অযোগ্য কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো যাবে না বলে শেষ পর্যন্ত সংস্কারের কাজটি মুখ থুবড়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে যেমন নৈরাজ্য ও আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে, তেমনি আন্তঃক্যাডার বৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্র অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে এক পর্যায়ে ভেঙ্গে পড়বে।

প্রশাসনের এই নাজুক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রশাসন সংস্কার কমিটি গঠন হলে অনেকেই ভেবেছিলেন, নতুন কমিটি অতি দ্রুত এমন কিছু কাজ করবে, যা প্রশাসনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু এবারও বিগত সরকারের মত বিলম্ব ঘটায় প্রশাসনে হতাশা নেমে এসেছে।

প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাই মনে করেন, প্রশাসন সংস্কারের ব্যাপারে এত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যে, নতুন করে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। এটা এখন স্পষ্ট যে, প্রশাসনে সমস্যাগুলো কোথায় নিহিত রয়েছে তা সবার জানা।

এগুলো চিহ্নিতও হয়ে আছে। এখন শুধু উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে যত পদক্ষেপই গ্রহণ করুন না কেন, একটি দক্ষ ও আস্থাশীল প্রশাসন গড়ে তুলতে না পারলে সব পদক্ষেপই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবে সর্বশেষ জানা গেছে যে, ঐ কমিটি একটি রিপোর্ট তৈরী করেছে এবং আগামী ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করবে। তবে শেষতক এটাকে একটি অগ্রগতি বলা যায়। কিন্তু রিপোর্টে কি আছে এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন হবে তা না দেখা পর্যন্ত এর সাফল্য সম্পর্কে বলা মুশকিল।